মহিমান্বিত জুমুআ

মাহাত্ম্য ও বিধিবিধান

শাইখ মুস্তফা আল আদাবি

অনুবাদ

জুবায়ের রশীদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচীপত্র

লেখকের কথা.....৭

জুমুআ : পরিচয় ও মাহাত্ম্য.....৯

জুমুআর সালাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য.....১২

জুমুআর দিনের আমল.....১৪

জুমুআর দিন ফজরের আমল.....১৪

জুমুআর দিন রাসূল ﷺ এর ওপর দরুদ পাঠ.....১৭

জুমুআর দিনের করণীয়.....১৯

জুমুআর দিনে স্ত্রী-সহবাস.....১৯

জুমুআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব.....১৯

জুমুআর দিন কখন গোসল করবে.....২২

জুমুআর দিন গোসলের পর করণীয়.....২৩

সুগন্ধি ব্যবহার করা.....২৩

দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু পরিহার করা.....২৪

জুমুআ ও অন্যান্য দিনে মিসওয়াক ব্যবহার করা.....২৬

সাজসজ্জা ও উত্তম পোশাক পরিধান করা.....২৭

জুমুআর দিন আগেভাগে মাসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব.....২৯

সালাতের অপেক্ষা করা.....৩৩

জুমুআর দিন মাসজিদে গমনের আদব.....৩৫

জুমুআর সালাতের পূর্বে গোল হয়ে বসা মাকরুহ.....৩৮

সূরা কাহফ তিলাওয়াত করা.....৩৮

জুমুআর দিনের আযান **৩৯**
ইমাম মিম্বারে আরোহণের পর সুন্নাত আদায় না করা ৪০
মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা ৪৪
জুমুআর সালাত ছুটে গেলে করণীয় **৫০**
জুমুআর সালাত শেষে অন্যান্য সালাত আদায় **৫১**
একই দিনে ঈদ ও জুমুআ হলে করণীয় **৫৪**
জুমুআর সালাতের পর করণীয় **৫৬**
যিকরের মাহাত্ম্য ৫৭
যিকরের উপকারিতা ৫৯
পরিশিষ্ট **৬২**

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত—সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য-প্রার্থনা করি। আমাদের হৃদয়-মনের যাবতীয় মন্দ ও অনিষ্টতা থেকে এবং কর্মের সকল ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে সকাতর হৃদয়ে তাঁর কাছেই আশ্রয়প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।'[১]

অন্য আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি এক ব্যক্তি (আদম) থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন, আর ওই দু'জন থেকে অনেক নর-নারী (সৃষ্টি করে পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো এবং রক্ত সম্পর্কের ব্যাপারেও সাবধান থেকো। অবশ্যই

---

[১] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

আল্লাহ তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।'[২]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহ ঠিক করে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চললে অবশ্যই সে বড় সাফল্য লাভ করবে।'[৩]

রাসূল ﷺ বলেছেন,

من يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّين

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।'[৪]

এই হাদীসের অনুরূপ ভাষ্য কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে,

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন।'[৫]

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় আমরা জুমুআর দিনের বিধিবিধান, ফযিলত, করণীয়, বর্জনীয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির ইলম অর্জন করব। মহামহিম আল্লাহর নিকট আন্তরিক ও অনুগত হৃদয়ে দুআ করি—তিনি যেন এই দ্বীনি ইলমের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের মর্যাদা সমুন্নত করেন। আমাদেরকে দান করেন প্রতিশ্রুত কল্যাণ ও সাফল্য।

শাইখ মুস্তফা আল আদাবি

[২] সূরা নিসা, ৪ : ১।

[৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

[৪] সহীহ বুখারি, ৭১; সহীহ মুসলিম, ১০৩৮।

[৫] সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১১।

জুমুআ : পরিচয় ও মাহাত্ম্য

জুমুআ অর্থ একত্রিত হওয়া। জুমুআর দিনকে 'জুমুআ' নামকরণ করার কারণ হলো, এই দিনে মুমিনগণ দূর-দূরান্ত থেকে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মাসজিদে একত্রিত হয়। অনেক মুসলিম একত্রিত হওয়ার ফলে একে-অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এতে সকলেই আনন্দ ও প্রফুল্লতা বোধ করে। এজন্য জুমুআকে 'মুসলিমদের ঈদ' বলেও অভিহিত করা হয়েছে।[৬]

জুমুআ উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামাত। এটি সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন। সূর্য উদিত হয়—এমন দিনগুলোর মধ্যে জুমুআ হচ্ছে সর্বোত্তম ও কল্যাণময় দিন। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবি আবূ হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ
وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

'সূর্যোদয়ের দিনগুলোর মাঝে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমুআর দিন। এই দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। কিয়ামাত জুমুআর দিনই সংঘটিত হবে।'[৭]

আউস ইবনু আউস ﵁ থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন,

مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ
الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالُوا يَا

---

[৬] একবার আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদি. এর যুগে একই দিনে জুমুআ ও ঈদুল ফিতর একত্রিত হলে তিনি বললেন, 'আজ একই দিনে দুই ঈদ একত্রিত হয়েছে।' (সুনানু আবী দাউদ, ১০৭২) আবূ হুরাইরা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন, 'আজ তোমাদের এ দিনে দু'টি ঈদের সমাগম হয়েছে।' (সুনানু আবী দাউদ, ১৭৩)

[৭] সহীহ মুসলিম, ৮৫৪; মুসনাদু আহমাদ, ৯৪০৯।

رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ يَعْنِي وَقَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

'তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। এই দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। এর ফলে বিকট শব্দ হবে। অতএব, তোমরা এই দিন আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। তোমাদের দরুদ অবশ্যই আমার নিকট পেশ করা হয়। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে, অথচ আপনি অচিরেই মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবেন?' উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহ মাটির জন্য নবিগণের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন।'[৮]

জুমুআ মুসলিমদের জন্য বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ একটি দিন। কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, ইবাদাতের জন্য জুমুআর ন্যায় একটি দিন আমাদের পূর্ববর্তী ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের জন্যও ফরয করা হয়েছিল, যেন এই দিন তারা সমবেত হয়ে বিশেষভাবে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন হতে পারে। কিন্তু তারা সে ফযিলত ও মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেন। ইয়াহুদিদের সে দিনটি ছিল শনিবার। খ্রিস্টানদের দিনটি ছিল রবিবার। এ ক্ষেত্রে মুসলিমরা অগ্রগামী। তাদের জন্য নির্ধারিত দিনটি হচ্ছে ইয়াওমুল জুমুআ তথা শুক্রবার। আর অগ্রগামীরাই সফলকাম ও সৌভাগ্যবান। কিয়ামাতের দিনেও আমরা তাদের অগ্রগামী হব। রাসূল সা. এমনটিই বলেছেন। আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

'আমরা দুনিয়াতে (আগমনের দিক থেকে) সর্বশেষ, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরা হব (মর্যাদার ব্যাপারে) সকলের অগ্রগামী। ব্যতিক্রম এই যে, আমাদের পূর্বে তাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর তারা সেই দিন সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হলো, যেই দিনে ইবাদাত করা তাদের জন্য ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ (সে বিষয়ে) আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। কাজেই এ ব্যাপারে লোকেরা আমাদের পশ্চাদ্‌বর্তী। ইয়াহুদিদের দিন হচ্ছে আগামীকাল (শনিবার) এবং খ্রিস্টানদের দিন হচ্ছে আগামী পরশু (রবিবার)।'[৯]

---

[৮] মুসনাদু আহমাদ, ১৬১৬২; সুনানু আবী দাউদ, ১০৪৭; সুনানু ইবনি মাজাহ, ১০৮৫।
[৯] সহীহ বুখারি, ৮৭৬; সহীহ মুসলিম, ৮৫৫; সহীহ ইবনু খুযাইমা, ১১০; সহীহ ইবনু হিব্বান, ১০/২১; মুসনাদু আহমাদ, ৭৩১০।

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন,

أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى
يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ،
وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا،
وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ

‘জুমুআর ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদের পথভ্রষ্ট করেছেন। ইয়াহুদিদের জন্য দিনটি ছিল শনিবার এবং খ্রিষ্টানদের জন্য ছিল রবিবার। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে আনলেন এবং জুমুআর দিনের ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক সন্ধান দিলেন। অতএব তিনি জুমুআর দিন, শনিবার ও রবিবার এভাবে (বিন্যাস) করলেন। এভাবে কিয়ামাতের দিন তারা হবে আমাদের পশ্চাদ্গামী। পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আমরা সর্বশেষ (আগমনকারী), কিন্তু কিয়ামাত-দিবসে আমরাই হব সকলের অগ্রগামী।’[১০]

[১০] সহীহ মুসলিম, ৮৫৬; সুনানু ইবনি মাজাহ, ১০৮৩।

জুমুআর সালাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

জুমুআ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিরাট অনুগহ। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের অপরাধ ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে বৃদ্ধি করেন আমাদের সম্মান ও মর্যাদা।

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, *'এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের জন্য কাফফারাস্বরূপ, যদি না কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়।'*[১১]

অর্থাৎ, জুমুআ কবীরা গুনাহ ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

অপর বর্ণনায় আছে, আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ, মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ, যদি না সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়।'[১২]

জুমুআর দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা হচ্ছে, এই দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের জন্য তাদের দ্বীন ও নিয়ামাতসমূহ পূর্ণ করেছেন। কুরআনে এর বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম; আর দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।'[১৩]

[১১] সহীহ মুসলিম, ২৩৩; সুনানু ইবনি মাজাহ, ১০৮৬।

[১২] সহীহ মুসলিম, ২৩৩।

[১৩] সূরা মায়িদা, ৫ : ৩।

এই আয়াতে আল্লাহ যে দিনটির কথা বলেছেন, সেটি হচ্ছে জুমুআর দিন।

বর্ণিত আছে, একদিন জনৈক ইয়াহুদি উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-কে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ওপর অবতীর্ণ হতো, তাহলে আমরা সে দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করতাম।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন আয়াতটির কথা বলছ?'

লোকটি বলল,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।'[১৪]

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বললেন, 'এই আয়াত যেদিন এবং যে স্থানে নবি ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা আমরা জানি; তিনি সেদিন আরাফাহ'র ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন আর সেটি ছিল জুমুআর দিন।'[১৫]

সূরা বুরূজে আল্লাহ বলেন,

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۝ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

'শপথ গ্রহ-নক্ষত্র বিশিষ্ট আসমানের! শপথ প্রতিশ্রুত (কিয়ামাত) দিবসের এবং যিনি সবকিছু দেখেন (সেই আল্লাহর) ও যার সবকিছু দেখা হয় (সেই মানুষের)!'[১৬]

মুফাসসিরগণ এখানে 'মাশহুদুন' দ্বারা জুমুআর দিন বুঝিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জুমুআর দিনের ব্যাপারে শপথ করেছেন। আর শপথ তো করা হয়সম্মানিত ও বরকতময় বিষয় দ্বারাই। আল্লাহর কসম! এই শপথ জুমুআর দিনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

[১৪] সূরা মায়িদা, ৫ : ৩।

[১৫] সহীহ বুখারি, ৪৫।

[১৬] সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১-৩।

জুমুআর দিনের আমল

জুমুআর দিন ও রাতে মর্যাদাপূর্ণ অনেক আমল রয়েছে। তবে কেবল জুমুআর রাতকে বিশেষ ইবাদাত এবং জুমুআর দিনকে সিয়াম পালনের জন্য নির্ধারণ করা যাবে না। হাদীসে এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ
بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

'তোমরা রাতগুলোর মধ্যে কেবল জুমুআর রাতকে জাগরণের (নৈশ ইবাদাতের) জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ো না, আর দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুমুআর দিনকে সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ো না। হ্যাঁ, তোমাদের কেউ যদি সর্বদা (নফল) সিয়াম পালন করে, আর এই সিয়ামের (ধারাবাহিকতার) মধ্যে জুমুআর দিন এসে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ, সে ওইদিন সিয়াম পালন করতে পারবে।'[১৭]

সুতরাং যারা কেবল জুমুআর রাতে ইবাদাতের জন্য সমবেত হয়, তাদের আমল রাসূল সা. এর সুন্নাহসম্মত নয়। রাসূল সা. ইবাদাতকে এভাবে নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

জুমুআর দিন ফজরের আমল

জুমুআর দিন ফজরের সালাতের প্রথম রাকাতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর পাঠ করা সুন্নাত। রাসূল ﷺ নিয়মিত এই আমলটি করতেন। সাহাবি আবু হুরায়রা ﷺ বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: بِالم تَنْزِيلُ
فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ
شَيْئًا مَذْكُورًا}

'রাসূল সা. জুমুআর দিন ফজরের প্রথম রাকাতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে

[১৭] সহীহ মুসলিম, ১১৪৪।

সূরা দাহর পাঠ করতেন।'[১৮]

যদি কেউ সূরা সাজদাহ ও সূরা দাহর পড়তে সক্ষম না হয়, তাহলে সে কুরআনের যেকোনো সূরা থেকে পড়বে। কেননা, আল্লাহ বলেছেন,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

'কুরআন থেকে যতটুকু পাঠ করা সহজ হয়, ততটুকু পাঠ করো।'[১৯]

অন্য হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

'তুমি যখন সালাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে, তখন (যথাক্রমে) ওযু করে নেবে। অতঃপর কিবলামুখি হয়ে তাকবীর দিয়ে (সালাত শুরু করবে)। অতঃপর কুরআন থেকে যে অংশ (আয়াত বা সূরা) তোমার জন্য সহজ হয়, তা তিলাওয়াত করবে। ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে, রুকু থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। ধীরস্থিরভাবে সিজদাহ করবে; অনুরূপ সিজদাহ থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসবে। এভাবে তুমি তোমার পূর্ণ সালাত আদায় করবে।'[২০]

উল্লেখ্য যে, সূরা সাজদায় একটি সিজদার আয়াত রয়েছে। যদি সালাতে এই আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে মুস্তাহাব হচ্ছে সালাতের ভেতরই সিজদাহ আদায় করে নেওয়া। ফিকহ তথা ইসলামি আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় এটিকে 'তিলাওয়াতু সিজদাহ' বলা হয়। অনেক আলিম এ মর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন যে, সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সময় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে, সিজদাহ দেওয়া ওয়াজিব। এটিই শারীয়াতের বিধান।

সূরা সাজদাহ'র ওই আয়াতটি হচ্ছে,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩

[১৮] সহীহ বুখারি, ৮৯১; সহীহ মুসলিম, ৭৮৯।

[১৯] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ২০।

[২০] সহীহ বুখারি, ৬২৫১; সহীহ মুসলিম, ৩৯৭।

'আমার নিদর্শনসমূহ তারাই বিশ্বাস করে, যাদেরকে সেগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর তারা অহংকার করে না।'[২১]

সিজদাহ'র আয়াত যদি সালাতের ভেতর তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে সিজদাহ দিতে হবে কি না এ নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীস দু'টি মানগত দিক থেকে যঈফ তথা দুর্বল।

তিলাওয়াতে সিজদাহ একটি নেক আমল। যে করবে, সে নেকি পাবে। তবে যে ছেড়ে দেবে, তার কোনো গুনাহ হবে না। যেমনটি উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ এর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত আছে,

قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ

'তিনি জুমুআর দিনে মিম্বারে দাঁড়িয়ে সূরা নাহল তিলাওয়াত করলেন। যখন সিজদার আয়াত এলো, তিনি মিম্বর থেকে নেমে সিজদাহ করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে সিজদাহ করল। পরবর্তী জুমুআয় তিনি একই সূরা তিলাওয়াত করলেন। সিজদার আয়াত পাঠ করার পর বললেন, 'হে লোকসকল! আমরা যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সিজদাহ করবে সে ঠিকই করবে, আর যে সিজদাহ করবে না তার কোনো গুনাহ নেই।'[২২]

এই হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার ﵁ তখন সিজদাহ করেননি।'

ইমাম বুখারি ﵀ বলেন, 'নাফে ﵀ ইবনু উমার ﵄ থেকে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ তিলাওয়াতের সিজদাহ ফরয করেননি। তবে আমরা ইচ্ছা করলে সিজদাহ দিতে পারি।'[২৩]

---

[২১] সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১৫।

[২২] সহীহ বুখারি, ১০৭৭।

[২৩] উল্লেখ্য, হানাফি মাযহাবে তিলাওয়াতের সিজদাহ ওয়াজিব। পুরো কুরআনে এরকম সিজদাহ মোট চৌদ্দটি। কেউ যদি এর কোনো একটি তিলাওয়াত করে, তাহলে ওয়াজিব হিসেবে তাকে সিজদাহ করতে হবে। যদি না করে, তাহলে ওয়াজিব বর্জনের গুনাহ হবে। -শরহুল মুনইয়া, ৫০১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৩৪; ফাতাওয়া খানিয়া, ১/১৫৮; ফাতহুল কাদির, ১/৪৭০। —অনুবাদক।

জুমুআর দিন রাসূল ﷺ এর ওপর দরুদ পাঠ

জুমুআর দিন রাসূল ﷺ এর ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব। আউস ইবনু আউস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ يَعْنِي وَقَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ

'তোমাদের (জন্য) সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। এই দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং তাতে বিকট শব্দ হবে। অতএব তোমরা এই দিন আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। তোমাদের দরুদ অবশ্যই আমার নিকট পেশ করা হয়। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো অচিরেই মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবেন?' উত্তরে রাসূল সা. বললেন, 'আল্লাহ মাটির জন্য নবিগণের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন।'[২৪]

রাসূল ﷺ এর ওপর দরুদ পাঠ করা একটি মর্যাদাপূর্ণ আমল। এর ফযিলতের ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।'[২৫]

অপর হাদীসে আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

'যে কেউ আমার ওপর সালাম পেশ করে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাকে তার ব্যাপারে অবহিত করেন এবং আমি তার সালামের জবাব প্রদান করি।'[২৬]

রাসূল ﷺ এর ওপর দরুদ প্রেরণের মর্যাদা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

---

[২৪] মুসনাদু আহমাদ, ১৬১৬২; সুনানু আবী দাউদ, ১০৪৭; সুনানু ইবনি মাজাহ, ১০৮৫।
[২৫] সুনানু আবী দাউদ, ১৫৩০; মুসনাদু আহমাদ, ১০২৮৭।
[২৬] সুনানু আবী দাউদ, ২০৪১; মুসনাদু আহমাদ, ১০৮১৫।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির ওপর অনুগ্রহ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবির জন্য (আল্লাহর) অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।'[২৭]

[২৭] সুরা আহযাব, ৩৩ : ৫৬।

জুমুআর দিনের করণীয়

জুমুআর দিনে স্ত্রী-সহবাস

জুমুআর দিনে স্ত্রী-সহবাস করা মুস্তাহাব। হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি জুমুআর দিন নিজে গোসল করবে, স্ত্রীকেও গোসল করাবে, সকাল সকাল ঘুম থেকে নিজে জাগবে ও অন্যকে জাগাবে, বাহনে না চড়ে পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাবে এবং কোনোরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের নিকটে বসে খুতবা শুনবে, প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর সিয়াম পালন ও রাতভর সালাত আদায়ের সমান সাওয়াব পাবে।’[২৮]

অনেক আলিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। কেউ কেউ অবশ্য হাদীসে বর্ণিত অধিক সাওয়াবের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তবে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মাসজিদে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপে একটি পাপ মোচন হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

জুমুআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব

বিশুদ্ধ মতানুসারে জুমুআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব। আবার অনেক আলিমের মতে জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। তারা এর স্বপক্ষে একাধিক হাদীস পেশ করেন। আবূ সাঈদ খুদরি ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

‘প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।’[২৯]

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

---

[২৮] সুনানু আবী দাউদ, ৩৪৫।

[২৯] সহীহ্ বুখারি, ৮৯৫; সহীহ্ মুসলিম, ৫৮০; সুনানু আবী দাউদ, ৩৪১।

'তোমাদের কেউ জুমুআর সালাতে আসলে, সে যেন গোসল করে।'[৩০]

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে।'[৩১]

অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ জুমুআর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় নবি ﷺ এর একজন মুহাজির সাহাবি মাসজিদে এলেন। উমার ﵁ তাকে ডেকে বললেন, 'এখন সময় কত? তিনি বললেন, 'আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘরে ফিরে আসতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনে ওযু করে মাসজিদে চলে এসেছি।' উমার ﵁ বললেন, 'কেবল ওযু? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ (জুমুআর দিন) গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন।'[৩২]

হাদীসে বর্ণিত মুহাজির সাহাবি ছিলেন উসমান ইবনু আফফান ﵁।

এই সকল হাদীসের আলোকে তারা বলেন, জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মত হচ্ছে, জুমুআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব। তাঁরা নিজেদের মতের স্বপক্ষে একাধিক হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

[৩০] সহীহ বুখারি, ৮৭৭; সুনানুন নাসায়ি, ১৩৭৫; মুসনাদু আহমাদ, ৫৩১১।
[৩১] সহীহ বুখারি, ৮৯৭; সহীহ মুসলিম, ২৮৫।
[৩২] সহীহ বুখারি, ৮৭৮; সহীহ মুসলিম, ৮৫৪।

'যে ব্যক্তি (জুমুআর দিন) উত্তমরূপে ওযু করে মাসজিদে উপস্থিত হয়, অতঃপর মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করে, তার ওই জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়; এবং আরও তিনদিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।'[..]

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেন,

'যে ব্যক্তি ওযু করল, সে ভালো কাজ করল। আর যে গোসল করল, সে অধিকতর উত্তম কাজ করল।'[..]

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ জুমুআর দিন গোসল মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে কুরআনের এই আয়াত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে, তখন মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধোবে, মাথা মুছবে এবং গোড়ালির ওপরের গিঁট পর্যন্ত পা ধোবে। যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাকো, তবে পবিত্র হয়ে নেবে।'[৩৫]

এই আয়াতে আল্লাহ্ গোসলের আদেশ করেননি। তাই জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব।

তেমনিভাবে আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও জুমুআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

'লোকেরা তাদের উঁচু ভূমিস্থ বাড়ি থেকে জুমুআর সালাতের জন্য মাসজিদে আসত।

[৩৩] সহীহ্ মুসলিম, ৮৫৭; সুনানু আবী দাউদ, ১০৫০।

[৩৪] সুনানু আবী দাউদ, ৩৫৪; সুনানুত তিরমিযি, ৪৯৫; সুনানুন নাসায়ি, ১৩৮০।

[৩৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৬।